দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 24/3/79 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 4 ...

জনমত

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সময়সূচী

মাত্র কিছুদিন পূর্বে সরকারী কলেজের শিক্ষকেরা তাদের ধর্মঘট সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করেছেন। তাদের এ দীর্ঘ ধর্মঘটের ফলে ছাত্র-সমাজের যে অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিশেষ করে আমাদের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের ক্ষতি হয়েছে সর্বাধিক। সিলেবাস শেষ করার জন্যে আমাদের এখনো কলেজে যেতে হয়। কারণ ফরম পূর্ণ করার পর কলেজে না যেয়ে ঘরে বসে পড়াই যে শ্রেয় তা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করবেন। তাছাড়া, আমাদের পরীক্ষা সন্নিকট-বর্তী। এইচএসসি পরীক্ষার পর পরই ডিগ্রী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এ অবস্থায় স্বভাবতই আমরা পরীক্ষার্থীরা আশংকা করছি, তাড়াহুড়ো করে পরীক্ষার সময়সূচী তৈরি করে শিক্ষা বোর্ড হয়তো তাড়াতাড়ি সব ঝামেলা চুকিয়ে ফেলতে চাইবেন। কিন্তু তাতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে আমাদের। বিজ্ঞানের বিষয়গুলির প্রতিদিন পরীক্ষা নেওয়া হলে তাতে পরীক্ষার্থীদের যে কি অসুবিধায় পড়তে হয় তা কেবল ভুক্তভোগীরাই জানেন।

তাই বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সময়সূচী যাতে প্রতি পত্রের মধ্যে ২/৩ দিন গ্যাপ বা বিরতি দিয়ে তৈরি করা হয়—সে দিকে দৃষ্টি রাখার জন্যে শিক্ষাবোর্ডের কাছে বিনীত আবেদন জানাচ্ছি।

॥ ২ ॥

যশোর বোর্ড (মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক) কর্তৃপক্ষ গত কয়েক বছর থেকে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য না রেখে যে ধরনের পরীক্ষার প্রোগ্রাম প্রণয়ন করে আসছেন তাতে আমরা শংকিত।

বোর্ড কর্তৃপক্ষ সাধারণত প্রতিদিন দুইটি বিষয়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা সাপেক্ষে সময়সূচী নির্ধারণ করে থাকেন। এতে করে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার আগের রাতে মুখস্থ পাঠ্য সূচীতে চোখ বুলাতে গিয়ে হিমসিম খেতে হয়। এছাড়া, প্রায়ই সাধারণ গণিতের মতো জটিল বিষয়ের সাথে একই দিনে ধর্ম বা অন্য কোন পরীক্ষার সময়সূচী নির্ধারণ করা হয়, ফলে পরীক্ষার্থীদের দারুণ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। তাই বোর্ড কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ, তারা যেন বিষয়টি সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করেন এবং যাতে পরীক্ষার্থীরা সুস্থ মনে পরীক্ষা দিতে পারে সেজন্যে প্রতি-

(৭-এর কঃ দ্রঃ)

(৬-এর কঃ পর)

দিন একটি বিষয় পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা করেন।

তরুণ ব্যানার্জী,
সাতক্ষীরা, খুলনা।